সংবাদ

তারিখ ১৯.OCT.2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

নীলফামারীর ৩১৩ সর. প্রা. স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই

প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ পাঠদান ব্যাহত

আতিয়ার বাড্ডা, নীলফামারী

নীলফামারীর ৩১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় ভেঙে পড়েছে প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে লেখাপড়া। দীর্ঘদিন এসব পদ শূন্য থাকায় নিয়ম শৃঙ্খলার তথৈবচ অবস্থা। বিদ্যালয়গুলোতে পদোন্নতির মাধ্যমে ৬৫ ভাগ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৫ ভাগ পূরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পদোন্নতি জটিলতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা না হওয়ায় পদগুলো দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, নীলফামারীর জেলার ৮৮১টি বিদ্যালয়ে সৃষ্ট প্রধান শিক্ষক পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ৩১৩টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ। শূন্য পদগুলোর মধ্যে কিশোরগঞ্জে ৩১টি, জলঢাকায় ৯২টি, ডিমলায় ৫৫টি, ডোমারে ৬০টি, নীলফামারী সদরে ৬২টি এবং সৈয়দপুরে ১৩টি। সদ্য সরকারী হওয়া বিদ্যালয়গুলোসহ জেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৪৭টি। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদে অনুমোদিত বিদ্যালয় রয়েছে ৮৮১টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে তিন লাখ ৯০ হাজার ৩৪৯ জন শিক্ষার্থী। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ উপজেলা ছিট রাজীব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গিয়ে দেখা গেছে প্রধান শিক্ষক না থাকার শিক্ষার্থীরা যার যা মতো করে মাঠে ছোটাছুটি করে বেরাচ্ছে। শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ' জন হলেও উপস্থিতি শতাধিক। শিক্ষকরা গাল গল্প নিয়ে ব্যস্ত। শিক্ষার্থীরা পড়ছে কিনা সেদিকে শিক্ষকদের কোন খেয়াল নেই। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্তের ভারে ভারাক্রান্ত। পুরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনজন সহকারী শিক্ষকের মধ্যে দু'জন শিক্ষক আবু হেলাল ও নাহিদ হোসেন নিজ খেয়াল খুশিমতো বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন। পাঠদানের জন্য যান না শ্রেণী কক্ষে। বিদ্যালয়ে কোন ক্লাসই ঠিকমতো হচ্ছে না। এমন অভিযোগ করলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য জামুদ্দি মামুদ ও দুলাল হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষকদের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। কেউ কারো কথা শুনে না। যার কারণে পড়াশোনার মানোন্নয়ন হচ্ছে না, স্কুল পরিচালনায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইয়ামিন কবির স্বপন অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত বিদ্যালয়টিতে পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সহকারী একজন শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিশেষ করে সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকায় অন্য শিক্ষকরা তাকে শ্রদ্ধা করতে চান না। তাছাড়াও কোন আদেশ নির্দেশও পালন করতে অনীহা প্রকাশ করেন সহকারী শিক্ষকরা। বলা যায় চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির। নীলফামারী জেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও গুড়গুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা বলেন, পাঠদানের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিকায়নের ফলে শিখন পদ্ধতিও বদলাচ্ছে। এমন অবস্থায় শিক্ষক সংকট লেখাপড়ার মানোন্নয়নকে অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে। অতিক্রত প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়গুলোকে পরিপূর্ণতা দেয়া প্রয়োজন। নীলফামারী সদর উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার রহুল আমিন প্রধান শিক্ষকহীন বিদ্যালয়গুলোর সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, আমার তত্ত্বাবধানে ২৪টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে আটটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন। দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী শিক্ষকরা। অনেক ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের আদেশ নির্দেশ মানতে চান না অন্য শিক্ষকরা। সেক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। তবে প্রশাসনিক কাজে কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না বলে মনে করেন তিনি। অতিক্রত প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলিপ কুমার বণিক প্রধান শিক্ষক না থাকায় স্কুলগুলোয় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে মন্তব্য করে বলেন, আমরা শূন্যপদ পূরণে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে লিখিতভাবে জানিয়ে আসছি। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পদপূরণ করা সম্ভব নয়। তবে অতিক্রত শিক্ষকদের পদোন্নতি এবং নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।